প্রথম প্রকাশ : ৯ই জুলাই, ১৯৩৩

প্রকাশক : বিদিশা
২৩৩, জি. টি. রোড
মাহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী

মুদ্রক : রাণী প্রিন্টার্স, সুজন বাগান
চুঁচুড়া, হুগলী,

উৎসর্গ

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী

ও

শ্রীমতী সুনীতি গোস্বামী

প্রথম গ্রন্থ :

কাল নিরবধি দেরি বলে কিছু নেই

সূচী

পৃষ্ঠা

।। মরণ পেরিয়ে যাবো ।।

আমার আকাশ নীল কেড়ে নিল ক্রুর গোরবাচভ
অথবা ঘনান্ধকার হয়তো বা অনিবার্য ছিল
আমার সমুদ্রে ভাসে রক্তমাখা তৈলাক্ত শব
আকাশে যায়না দেখা একটি পাখী বা গাঙচিলও
দ্বিতীয় মাতৃভূমি বিপ্লবী স্বপ্নের বারানসী
হিমানী-সম্প্রপাতে মুছে গেল মানচিত্র থেকে
মৃতশিশু কোলে হাসে কাকবন্ধ্যা আমার প্রেয়সী
নির্বীজিত বিপ্লব পুঁজিবাদ ফেরি করে হেঁকে
ঘূর্ণিঝড়ে জলোচ্ছ্বাসে এ পৃথিবী আজ বাংলাদেশ
জলেস্থলে চারিপাশে মৃত্যুর ব্যাপক হুংকার
তবুও মুমুক্ষু মন দেখে যাবে সুরঙ্গের শেষ
মরণ পেরিয়ে গিয়ে জীবনেতে ফিরবে আবার ।।

।। অগ্রজের প্রতি ।।

মাননীয় অগ্রজগণ ভুল বুঝবেন না।
আপনাদেরই অভিজ্ঞতার ঝুলি কাঁধে
আমরা পরিণত জীবনে ঢুকছি।
আপনারা পূর্বজরা বেঁধে দিয়েছেন পথ
আগামী যুগের জন্যে
সেই পথে চলেছি।
আমরা কিন্তু চাই
আপন কালে, আপন যুগে, আপন জীবন।
কঠিন হলেও তা সুন্দর।
কালের ধারাবাহিকতা এতে ছিন্ন হবে না
আমাদের পছন্দ-অপছন্দের অধিকার
মতামত
যদি তা ভিন্নও হয়,
ক্ষমা করবেন।
এতে নিরপত্তা বিপন্ন হবে না
আপনারা রেখে গেছেন
অসহায় শিশু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
মদ্যপ ও মাদক-সেবক
নিরক্ষরতা আর ভ্রাতৃত্ব-বর্জিত বিরোধ
কাশ্মীর পাঞ্জাব আর অযোধ্যা আসাম
দয়া করে সামলাতে দিন আমাদের।
মনে রাখবেন,
এ প্রজন্ম অপব্যয়িত নয় ।।

।। মুক্তি চাও, নাও ।।

ঐ বিশাল যন্ত্রটার
সামান্য নাট-বল্টু হয়ে ছিলে তুমি
শুধু হুকুম মেনে চলতে
ঠিকই ।
তুমি মুক্তি চাও
নাও
কিন্তু যন্ত্রটাকে ভেঙে দিয়ে নয় ।
ওকে যে চলতে হবে
নইলে
তোমার হৃদয়, নীতিবোধ, অস্তিত্ব—
সব হবে উধাও ।।

খুঁজেও পাবে না

বৈশাখের গরম হাওয়ার মত
দীর্ঘশ্বাস পড়ে
আচমকা একঝাঁক পেঁচা
ডেকে আনে মধ্যাহ্নে আঁধার
উড়ন্ত বাজের মত
একাকীত্ব তেড়ে এসে
বুঝি গ্রাস করে
মনেও পড়ে না সুখের কোনো কথা
সময়ের মত নির্দয় কিছু
নরম বুকেতে নখর ফোটায়
তবুও

তবুও আমার চোখে
তোমার ঐ চোখ
খুঁজে পাবে না
খুঁজেও পাবে না বিন্দুমাত্র জল ॥

।। পঞ্চতপা ।।

আমার সুন্দর তুমি
সত্য সুন্দর
তুমি পঞ্চতপা
তোমাকে বাজারে টেনে নামাচ্ছে
ওরা কারা ?
দুর্মর ধর্ষকাম রিরংসুর মত
তোমার অন্তরীয়
পতাকা করে ওড়াচ্ছে
ওরা কারা ?
নপুংশকের বিষনখে
তোমার উরোজ
ক্ষত বিক্ষত করে
দুর্বহ সংপ্লবে গণধর্ষণে উদ্যত
কারা ওরা ?
জড়ধীর মত
জড়িষ্ণু পুঁজিবাদের আস্তাকুঁড় থেকে
চকচকে উচ্ছিষ্ট কুড়োয়
কারা ওরা ?
তোমার কোটি কোটি সন্তানের
শিল্পে স্মরণিকায়
বিপ্লবী ইতিহাসের
সোনালী পাতায় পাতায়

থুতু ছেটাচ্ছে ওরা কারা ?
ভাইকে অস্বীকার করে
বেইমানি সংস্রন দাবী করছে
ওরা কারা ?

আমার সুন্দর তুমি
সত্য সুন্দর
পঞ্চতপা
তোমার আগ্নেয় আঁখির
কণীনিকা থেকে
দ্রুত বাষ্প হয়ে যায় জল
মেঘ আর শ্বাপদের
মহামিলনের জন্য উদগ্রীব উন্মাদ দ্যুলোকে
পঞ্চতপা
তুমি একবার হাঁ করতে বলো :
সংপ্রিক্ত আকাশ থেকে শুরু হবে
অবিশ্রান্ত ক্ষার বর্ষণ ॥

।। নেই ।।

এ আকাশে শুধু চিল
অন্য পাখী নেই
এ বাতাসে শুধু শব
সুসংবাদ নেই
এখানে শুধুই রাত
সুপ্রভাত নেই
এখানে ফাগুন মাস
কোন ফুল নেই
এখানে সমাজতন্ত্র
কার্ল মার্কস নেই
এখানে বিপ্লব আছে
ভ্লাদিমির নেই ॥ ●

।। আমি দেখে যাবো ।।

যেখানে ঘড়ির কাঁটা
ঘোরে বিপরীতে
ক্রমশঃ দিনের মাপ
হয়ে আসে ছোট

যেখানে মুহূর্তগুলো
খাঁচার ভিতরে
বেধে যায় ঘোর গণ্ডগোল
ইতিহাস দর্শন ভূগোল
ওলট পালট
ন্যায় অন্যায়ের জট
এমনকি কবিতারা মিথ্যা কথা বলে
সেইখানে

সেইখানে আমি জানি
আজো বেঁচে আছে
অন্তরঙ্গ মানুষের কাছে
পৌরাণিক অশ্বত্থামা
অফুরন্ত যৌবনের শিখা অনির্বাণ
আমি দেখে যাবো তার মহা অভ্যুত্থান

।। তবু ।।

সূর্য যেন ক্ষতের মত লাল
পুরানো বাড়ী পাথরের মত মূক
মধ্যাহ্নে অন্ধকার মহাশূন্য থেকে নেমে এসে
কাচের জানালা মুছে দেয়
শূন্যতাকে জড়িয়ে ধরি প্রাণপণে
শুনি স্তব্ধতার নিঃশ্বাস
আমার অস্তিত্বের ঘড়ি
শ্লথ হয়ে আসে
কোনো এক ভয়ংকর আকাশ থেকে
ভেঙ্গে পড়ে ঝড়
মরা চাঁদের মত মৃত্যু ঝোলে
দূরদর্শনের মাস্তুলের উপর
রাত গাঢ় হয়

তবু
তবুও যতক্ষণ
হাতের পেশীতে নাচে শ্রম
শেষ ফেরি পার হবোই
এ রাতের ।। ●

।। চেনাই যায় না ।।

চেনাই যায় না তোমাকে
প্রসাধনের উগ্র প্রলেপে
হারিয়ে গেছে তোমার মুখ
চেনাই যায় না তোমাকে
এখন নাকি তোমার খুব সুখ?

এর চেয়ে ভালো ছিল
কয়লার ছাই
ভালো ছিল নীল শার্ট
পুরানো সঙ্গী
এমনকি তোমার অ-সুখ
আর ভালো ছিল
শুভ্র পবিত্র কোনো জংলী নদীর মত
তোমার হৃদয়॥ ●

॥ কেন ভীত ? ॥

যেদিন মেঘের আড়ালে
ভোরের প্রতীক্ষায়
তুমি দাঁড়ালে প্রথম
ওরা দেখেছিল ভূত
তারপর নেমে এলো সময়ের ধ্বস
রোদ এলো প্রান্তরে
সাগরের ঢেউয়ের মাথায়
ওরা বাধালো যুদ্ধ

আজ কাঁটাবনের মধ্যে
ফুটন্ত গোলাপের রক্তাক্ত মুখ দেখে
ওরা বলছে তুমি নাকি মৃত
তুমি নাকি বিলাসিতা
কাগুজে কেতাব
কেন তবে আজও ওরা ভীত ?

॥ ও খেলা করে ॥

খেলা করে লিউকেমিয়া
তারুণ্য নিয়ে
খেলা করে ওরই কৃপায়
খেলা করে পঙ্গুতা
শিশুদের নিয়ে
খেলা করে দিন চলে যায়

ওযে দানবীর
প্রতিদিন অতিথিরা আসে
ঝুলি হাতে নতশির
ওর দরবারে
শুধু ওর অশ্বমেধ ঘোড়া
তৃতীয় তুনিয়া ঘুরে
ফিরতে যা বাকী ॥

।। পায়রা ওড়াও ।।

এখন আর ভয় নেই
এখন আর শ্রেণী নেই
এখন সংগ্রাম নেই
এখন শূন্য মনে পায়রা ওড়াও।

গোলা ভরা ধান নেই
পায়রা ওড়াও
হাতে কোনো কাজ নেই
পায়রা ওড়াও
ধড়ে কোনো প্রাণ নেই
পায়রা ওড়াও
গলায় দেনার ফাঁস
পায়রা ওড়াও
শীতের করাল গ্রাস
পায়রা ওড়াও
মেঘে ঢাকা এ আকাশ
পায়রা ওড়াও
গোলমেলে এ বাতাস
পায়রা ওড়াও
ইতিহাস ভুলে যাও
পায়রা ওড়াও। ●

সোনালী শকুন ওড়ে

মাথার উপরে
সোনালী শকুন ওড়ে
তাহা ঘুরে ঘুরে
যেখানে যে আছো সব
আর দেরি নয়
চলে এসো নতুন ভাগাড়ে।
এ ভাগাড়ে পাওয়া যায় সবুজের লাশ
মেটাও মেটাও আশ
কপালী মোড়কে
কুমীরেরা কেঁদে মরে ধর্ষিতা ধরণীর শোকে
হীরের হায়না ছোটে স্বর্ণ শৃগাল
হাসে মহাকাল ॥ ●

ভুলে গেলে ?

রক্তই না কাছে এনেছিলো তোমাদের
ভুলে গেলে ?

তোমার বিধবাদের
অনাথ শিশুদের
চোখ থেকে নির্গত বিষধারায়
ওরা করেছিল স্নান
করেছিলো মানুষের তাজা রক্ত পান
দুকোটি শহীদের বীরত্ব বিশ্বাস
আত্মদান
সব ভুলে গেলে ?

কী দেবে তোমাকে ওরা
কী দিতে পারে ?
যুদ্ধ ছাড়া মৃত্যু ছাড়া কি দিয়েছে ওরা
যুগে যুগে বারে বারে ?

কী চাই তোমার আজ
স্পষ্ট বলো :
বিমূর্ত মুক্তি না মুক্ত সমাজ ? ●

খবরদার !

ঐ পতাকা তুমি মাড়াতে পারো না
জেনে রেখো

যে পতাকা আড়াল করে লুণ্ঠনের পথ
যে পতাকা ভেঙ্গে দেয় সব শৃংখল
যে পতাকা রক্ষা করে এই গ্রহ

যে পতাকা নিঃশ্বাস নেয়
জীবন্ত মানুষের মত

তুমি বেচতে পারো না—
মাড়াতে পারো না—
সে পতাকা
আদিম বন্যতায় ॥ ●

॥ চির সবুজ ডলার ॥

স্কন্ধকাটার দল
পুবের আকাশে হানা দেয়
পৌরাণিক ছিন্নমস্তা
নিজের বুকের রক্ত পান করে চলে
পৈশাচিক বীভৎসায়
কুয়াশার ঘোমটাপরে
শকুনি ঘোষণা করে
পরাভূত কাউটস্কির জয়
হাহা হাসি হাসে হিটলার
তত্ত্ব শুষ্ক চির সবুজ ডলার ॥ ●

॥ এখনো সময় আছে ॥

ধ্বসে পড়ছে বহুতল বাড়ী
একের পর এক
উঠে এসো
এখনো সময় আছে উঠে এসো
রাজকীয় ঘুম থেকে

ঝরাও আবার ঘাম ঝরাও
সরাও আবর্জ্জনা সরাও
ভরাও ভুবন ফের ভরাও ॥ ●

॥ দেয়ালে লেখার জন্য ॥

অতীতের ধূসর মঞ্চ থেকে
শোনা যায় আজো প্রতিদিন।
মার্কসবাদ সর্ব্বশক্তিমান
বলছেন কমরেড লেনিন ॥



মহাঘূর্ণন থামবে না মহাশূন্যে
বিপ্লব হবে সর্বহারার পুণ্যে ॥ ●

॥ মে দিনে ॥

আসে যে আস্থা-বিশ্বাস
এ দিনে
বুকেতে ভরি যে নিঃশ্বাস
এ দিনে
দুহাতে শানাই হাতিয়ার
এ দিনে
ভয়েতে পালায় জানোয়ার
এ দিনে
শ্রমিক মেলায় পায়ে পা
এ দিনে
লেনিন-বাহিত পথে
মে দিনে ॥ ●

একচেটিয়া কবিদের প্রতি

একচেটিয়া কবিদের দল
মুখোমুখি হও কবিতার
মুখোমুখি হও সময়ের
কঠিন রুক্ষ চলাচল

প্রসাধন বিনষ্ট কালো ঘামে
মন্দিরে মসজিদে সংঘর্ষ
বেকারী ক্ষুধার সাম্রাজ্য—
ভাঙ্গা সুখী জীবনের দামে

একচেটিয়া কবিদের দল
নীল মাছির মতই
দিন বড় চঞ্চল
মুখোমুখি হও কবিতার
কঠিন রুক্ষ চলাচল ॥ ●

হোচিমিনের কবিতা

তুমিও লিখতে কবিতা
তুমিও
মধ্যাহ্নের চেয়ে উজ্জ্বলতর রাতে
তুমিও লিখতে
বোমারু বিমানে নাপামে আহত প্রাতে
তুমিও লিখতে

ফুলের মধ্যে তারতো জন্ম নয়
স্বদেশের রক্তে ভেজা তার প্রতিটি লাইন
শত্রুর পথে ঘটাতো বিস্ফোরণ
তুমিও লিখতে

তোমার কবিতা বিপ্লব
যেন পাপড়ি আর রঙ
আলাদা করা অসম্ভব ।। ●

পাঞ্জাব

ওরা বাঁচেনা
বাঁচতে দেয় না
কেন ?
রক্তের মধ্যে জন্ম
তাই মৃত্যুও রক্তাক্ত
বলে ওরা।
ওরা চলে গেছে
আপন আকাশ ছেড়ে
কবে চলে গেছে
ভয়ংকর অজানা আকাশে
যেখানে অবিরাম
বাতাসে শোনা যায়
মৃত্যুর ক্লান্ত আর্তনাদ
সেখানে ওদের সুখ
শান্তি সুসংবাদ
খুনে আর আত্মহননে
ভরা যৌবনে॥ ●

পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

যুবকেরও চেয়ে দ্রুত হেঁটেছিলে তুমি
বয়সের ভার ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে
সোনালী ফসলে ঊষর জন্মভূমি
শেখালে ভরাতে আমাদের হাত ধরে
তুমি চলে গেছো সূর্যেরও চেয়ে দূরে
রক্তপতাকা অর্ধনমিত আজ
লক্ষ হৃদয়ে তুমি উজ্জ্বলতর
সামনে তোমার আরব্ধ সব কাজ
অনন্তব্রতী ক্রান্তি অনুধ্যান
রক্তনিশান তোমারই অভিজ্ঞান ।। ●

হো-চি-মিন

হো-চি-মিন মানে শাণিত বিবেক
বিশ্ব বিপ্লবীর—
হো-চি-মিন মানে পেন্টাগণের
প্রাসাদে ফাটল-চিড়
হো-চি-মিন উপনিবেশবাদীর
ঘুম-কাড়া বিভীষিকা
হো-চি-মিন মানে চিরসবুজের
দীপ্ত বহ্নিশিখা
হো-চি-মিন মানে গণবীরত্ব
লড়াই দুর্নিবার
হো-চি-মিন মানে ত্যাগ ও মধুর
বিপ্লব ঝংকার
হো-চি-মিন মানে মানবতাবাদ
বিশ্বমানবিকতা
কথায় ও কাজে ভিতরে বাহিরে
মিলনের স্বচ্ছতা
হো-চি-মিন মানে নিষ্পাপ ফুল
শিশুর সরল মুখ
হো-চি-মিন মানে মহাবিপ্লবে
আত্মদানের সুখ ।। ●

নির্মাণ হোক নতুন শ্লোগান

অনেক রক্ত ঢেলেছি
পেয়েছি সামান্য অধিকার
ফের দিতে হবে রক্ত ও শ্রম
রুখতে অন্ধকার

ওরা আমাদের দেবে না শিল্প
দেবেনাক বিদ্যুৎ
লুটেনেবে শুধু সোনার বাংলা
অন্ধকারের দূত

এ বঞ্চনার জবাব দেবোই
জেনো দিল্লীশ্বর
বুকের রক্তে গড়ে তুলবোই
এই বক্রেশ্বর

কমরেড এসো লোকদীপ জ্বালি
বাংলার গ্রামে গ্রামে
নির্মাণ হোক নতুন শ্লোগান
আমাদের সংগ্রাম ॥ ●

শান্তিনিকেতনে

চিহ্ন কিছু নেই
মুখে শুধু সময়ের ফেনা
চাপা ক্ষত বুকের ভেতর
এই নিয়ে
লাফিয়ে নামলাম তোমার মাটিতে
যেন ট্রেন থেকে

লালমাটি ধূলো সংগ্রাম
আদিগন্ত সবুজে
আমারও কি অংশ ছিল ?
আমি আগন্তুক নই ?

আঃ কি শান্তি !
যা কখনো দেখিনি চোখে
ফিরে এলাম সেই নিজের ঘরে ।।

মুছে যাবে উদ্বাস্তু নাম একদিন

নিজের হৃদয় ছেড়ে
পরিশ্রান্ত
নীড় খুঁজি সবুজের
উষ্ণ শিহরণে
রোমাঞ্চিত বনে
ঝোড়ো হাওয়ায়
চোখে ভাসে হারানো সে
জল জঙ্গল
আম কাঁঠালের বন
চড়ুই ভাতি

কিন্তু উপায় নেই
কোনোখানে ঠাঁই নেই
বাস্তুহারার
সীমান্তে এখন কাঁটাবেড়া
সজাগ পাহারা

আরো দূরে চলে যাই
মিছিলে মিছিলে
সংগ্রাম ধর্মঘটে অনেক গভীরে
হেঁসেলে মণ্ডপে
পাটফসলের মাঠে
শ্রাবণের শেষে

অথবা ধানের ক্ষেতে
হেমন্তের দেশে
জীবন ও কবিতাকে সত্য ভালবেসে
মিছিলে মিছিলে
আরো দূরে যেতে যেতে একদিন
চলে যাবো সীমান্তের পারে
ঠিক ঠিকানায়
মুছে যাবে উদ্বাস্তু নাম
একদিন ।। ●

॥ স্বাগতম ম্যাণ্ডেলা ॥

এসো
কারাগারের রাজাধিরাজ এসো
শতাব্দীর পাথুরে ঘুম ভাঙিয়ে
মুছে দিয়ে প্রাচীন অন্ধকার
এসো
'মানহারা মানবীর' শ্রেষ্ঠ সন্তান
শত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে
পা রাখো দুর্জ্জয় বাংলার মাটিতে
আমরা সূর্যকণা হবো
ঐ মাটিকে চুম্বন করে ॥ ★

॥ সাগরে নামবো আমি ॥

গৃহহীন মেঘেদের মত
নিজেরই ঘরে নির্বাসিত
নাকি বন্দী
বন্দরে দাড়িয়ে একা

আমাকে নৌকা দাও
হাল দাও

সাগরে নামবো আমি
আমি ঘরে যাবো ॥ ●

॥ গতি ॥

আজ সন্ধ্যার
একটি আরক্ত চুম্বন
সংযোগ নিবিড়

কালভোরে
ফুলে হয়ে
সুরভি ছড়ায়

আজকের রাত তো প্রাচীন
প্রগতি যেখানে মূর্ত
সে আগামী দিন ॥ ★

॥ এই যুগ ॥

রোবট ভিডিও টেপ ধ্বনিঞ্জয় জেট
স্পুটনিক এ্যাপোলো রকেট
তাড়া করে মহাকাশে হ্যালির কমেট

জিনিটিক মহাকাশযান
শতাব্দীর প্রযুক্তি বিজ্ঞান
নিরর্থক ম্লান
নিরন্তর ব্যঙ্গ করে তোমাকে বসুধা
কোটি কোটি নিরক্ষর মফঃস্বল ক্ষুধা ॥ ★

চলে যাবো পেরিয়ে সময়

একটানা চীৎকার ঘেয়ো কুকুরের
ময়দানে ফুটবল ম্যাচ
ভাঙ্গা রেকর্ডের মত ভাষণ
ফোটানো চায়ের মত বিস্বাদ গান
বড় জোলো লাগে

ইচ্ছা করে
ঘুসি মেরে ফাটিয়ে দিই
কাচের টেবিল
ঘুষখোর পুলিশের ঘরে বসে
সরকারি অফিসেতে
হাকিমের এজলাসে বসে
তারপর

রক্ত মাখা হাতে
কাগজের ফুল কেটে
বানাই গোলাপ
যা তোমার পরচুলে গুঁজে
খুঁজে খুঁজে
চলে যাবো পেরিয়ে সময়॥ ★

ফিরে যাক নিজের হৃদয়ে

মনে হয় শুয়ে আছে
সারারাত ধরে
ভুল ফুটপাতে
মাটি হয়ে গেছে কালো
তোলো ওকে
জল দাও কাজল দীঘির
দুধ দাও ঈষদোষ্ণ
মায়ের স্তনের
তারপর

মুখটা ঘুরিয়ে দেবে
সূর্যের দিকে
যেখানে দাঁড়াবে উঠে
সেই বিন্দু থেকে
ফিরে যাক নিজের হৃদয়ে ॥ ★

বড়ো হতে হবে

এখন এই তো সময়
এসো
আমরা যে যার ছুরি
পেছনে লুকিয়ে
আলিঙ্গন করি পরস্পরকে
বড়ো হতে হবে।

বড়ো হতে হবে
মানে, নাম ফাটবে রাস্তার
রেঁস্তোরায়
গুরুর প্রশংসা করে
অন্যকে ছোট করে
যে ভাবেই হোক—
বড়ো হতে হবে।

কুকুরের মত চীৎকার করে
যদি কিছু না মেলে
নাড়তে হবে লেজ॥ ★

আমার নায়ক

ভালোবেসে তুমিই প্রথম
এ পৃথিবী ছেড়ে
চলে গেছো তৈরী উপগ্রহে
তখন
চিরন্তন মহাশূন্যতায়
ঘুরছিল অন্ধ পৃথিবী
বলেছিলে অন্তরঙ্গ কথা তার সাথে
সীমাহীন নিঃসঙ্গতা নিয়ে
তুমিই প্রথম
সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রসারিত হাতে
রেখেছিলে মানুষের হাত
শ্রমিকের বিশ্ববার্তা পৌঁছে দিয়েছো
নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে
তুমিই প্রথম

তুমিই প্রথম
ঘরে ফিরে মহাকাশ থেকে
মানুষের দিকে চেয়ে হেসেছিলে
গাগারিন হাসি
তুমিই নায়ক যাকে আমি ভালবাসি ॥ ★

জয়মালা

দূরগামী ট্রেন থেকে
দেখা যায় নতোন্নত রুক্ষ রুক্ষ জমি
সেইখানে দুচারটে গাছের পিছনে
অতিশয় ক্ষুদ্র জনপদ
ঘোমটা ঢাকা গ্রামের মতন
দূরবর্তী অঞ্চলের নির্বাচনী বুথের মতন
মনে হয় আজকে তোমাকে
কমলিকা
আমি আজ ভোটপ্রার্থী—
যে অগম্য গ্রামে গিয়ে পারেনি পৌঁছতে
তোমার দুয়ারে কোনদিন
তবু জানে
তারই চিহ্নে তুমি দেবে সীল সাক্ষর

তারপর
প্রথম পরাবে মালা নিজহাতে
কমলিকা
যুদ্ধক্ষেত্রে গণনার রাতে ।। ★

ষ্টেডিয়াম থেকে রাজভবন

মহাসমুদ্র থেকে
আসছে একটি ঢেউ কোলকাতায়
ভরা ভাদ্রের বান
লাল বান
কারা যেন দেয় শুধু গালি
কারা যেন ঢালে শুধু কালি
ভাসমান মাছেদের গায় ?

লালবান ডাকে
তোমাকে আমাকে
ওরা চমকায় ।। ★

হেমন্ত

এ হেমন্তে নীলাকাশ নীল নয় যেন উদাসীন
ভোরের শিশিরবিন্দু বিষাক্ত মলিন
গরম দমকা হাওয়া এদিক-ওদিক
আচমকা নিভিয়ে দেয় সদ্য জ্বালা দীপ
রাজপথে সন্ধ্যা নামে করুণ রঙীন
ভারি ভারি বুটের আওয়াজে
আলোর বসন পরে অন্ধকার সাজে
বীভৎস তাণ্ডব করে মনুর সন্তান
রক্ত ওদের কাছে অমৃত সমান ।। ★

জীবন মধুময়

থাকতে চায় সে নিজের ঘরটিতে
প্রয়োজনের বেশি মোটেই নয়

ওর আছে একটুকরো জমি
নিজের হাতে চাষের কাজ করে

বৌটি রাঁধে কাঠের জ্বালে ভাত
সবাই বসে খাওয়ায় সে কি আনন্দ

নিজের হাতে তৈরী কুয়োর পাড়ে
বৌ ঘষে দেয় পিঠে সাবান পিঠে
ছেলের মাথায় বালতি করে জল
ঢেলে ও পায় মনে পরম আনন্দ

হয়তো ওর আরো চাহিদা ছিল
নিজের কিংবা পাড়া-পড়শীজনের
মিটিং মিছিল সব কিছুতেই দেখি
সপরিবারে চলার পথে আনন্দ

থাকতে দেবে নিজের বিন্দুটিতে ?
প্রয়োজনের বেশী মোটেই নয়
রৌদ্রে মেঘে জলে ঝড়ে শীতে
সৃষ্টি-শ্রমে জীবন মধুময়॥ ★

কেন আমি ?

এক চিলতে ইষ্টিশান সামনে
তুমি কি একটু থামবে

দুধারে আমন ধানের ক্ষেত
রঙীন পাখী টেলিগ্রাফের তারে
টিউবয়েলের পাশে
ঘড়া হাতে গ্রাম্য মেয়ের দল
এক মুহূর্ত শুনবো আমি ওদের কোলাহল

পড়ে থাকা আরশীর মত শান্ত প্রকৃতি
কেন নেই এখানে আমার বাড়ী ?
ঘুমের থেকে উঠেই কেন খেয়ে তাড়াতাড়ি
মাসীর সাথে চলে যেতাম স্কুলে
মাঠের মায়া সূর্য পাখী সবকিছুকে ভুলে
কেন আমি হারিয়ে গেলাম
সিঁধিয়ে গেলাম
কংক্রীটেতে কীটের মত
সিঁধিয়ে গেলাম
কেন আমি
হৃদয় ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম
কেন আমি ? ★

কোথায় এখন ঘুরছে সে কে জানে
ধ্বংস-সুখে নিজেরই সন্ধানে

সবাইকে বলে দাও
এখন এখানে আমি
এইমাত্র পেট্রোলে ডুব দিয়ে উঠে
দেশলাই হাতে দাঁড়িয়ে আছি
চৌরঙ্গীতে।

খবরদার

প্রকাশ্য আত্মহননে আমার আনন্দসুখ
কাড়বার চেষ্টা কোরো না
ভালো হবে না।
নিঃশব্দে চলে যাবো
ষ্টেশনে টাইমবোমা রেখে
রমরমা বাজারে
এলোপাথারি চালিয়ে দেবো ষ্টেন
ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো
ডজন ডজন প্রাণ
রগে গুলির ক্ষত নিয়ে
অন্যলোকের কবরে চলে যাবো
দূরদর্শন জানিয়ে দেবে
আমার মাথার দাম॥ ★

অন্ধকারের দৌড়

তোমার তো একটাই কথা :
লোডশেডিং আর লোডশেডিং
এদিকে একটু তাকাও দেখি
ভেতরের দিকে গভীরে—
যেখানে অন্ধকার আরো জমাট
ডেলা পাকনো দেখো—
ক্রীতদাসগুলো শিরদাঁড়া
সোজা করে হাঁটছে
সারাদিন ধান কাটার পর
সন্ধ্যায় গেরস্থ চাষী
শব্দ থেকে তুলে আনছে
অক্ষরের অবাক ফসল
টিপছাপের বদলে
সহি করে মজুরী নিচ্ছে কিষাণী
গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে জ্বলছে
লক্ষ লক্ষ মশাল
পালাচ্ছে অন্ধকার
শুরু হয়েছে তার রুদ্ধশ্বাস দৌড়
গ্যারেজের সন্ধানে। ★

সিটি অফ জয়

বিষাক্ত তুলি দিয়ে ওরা আঁকছে তোমার ছবি
দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জঘন্য ব্যাধির আলিঙ্গনের
অসহায়তা ও আবর্জনার
তোমার গলিতে নাকি সন্ধ্যা নামে বারবণিতার হাত ধরে
চলে মস্তানি ড্রাগ ও নরকংকালের
রমরমা ব্যবসা অবাধ
এই তুমি? মানে হতাশা বিষাদ মৃত্যু?
তবু তুমি আপত্তি করো না
মেনে নিয়েছো নিষ্ঠুর রসিকতা
শিঃ
জীবন্ত মানুষের মত নিশ্বাস নাও তুমি
শোষকদের পথে গড়ে তোলো অবরোধ
শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটে তোমার মানুষেরা
বস্তীতে শোনা যায় শব্দ আর বর্ণের সরব ঝংকার
লড়াকু মানুষ লুটে আনে কবিতার গুচ্ছ
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে
চোখ থেকে যদিবা ঝরে জল
মুছে ফেলে আবার হাসতে পারে সহজেই
তোমার আকাশে নেই শকুনির উল্লাস
মাটিতে নেই ধর্মের মতান্ধ চোরাবালি
হৃদয়ে আজো রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের
একচ্ছত্র অধিকার

তোমার হয়নি নৈতিক বধিরতা
অথবা আত্মিক গরল
এই কি তোমার অপরাধ !

ওরা বধির তাই শুনতে পায়নি
তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস নাভীর স্পন্দন
দেখেনি তোমার আকাশ-চোখে ডুবন্ত সমুদ্রের নীল
দেহের রঙের বঙ্কিম বাহার
ওদের চোখে তুমি মৃত
তোমার চোখে ওদের দুঃসহ জরা
সংগ্রামী মানুষের নগরী, তুমি জীবন্ত ।। ★

না

মেলাবো না
ঐ হাতে আমি হাত
মেলাবো না

মেলাবো না
ঐ ঠোঁটে আমি ঠোঁট
মেলাবো না

জড়াবো না
ঐ দেহে এ অঙ্গ
জড়াবো না

করমর্দ্দনে
চুম্বনে
আলিঙ্গনে
অনতিক্রম্য এক ঘৃণা
জেগে থাকে, এড়াতে পারিনা। ★

প্রথম বার্ষিকী

সমুদ্র এখন শান্ত
চাঁদ শুয়ে আছে
ধীরে রাত হয়ে আসে ফিকে
হাসমি তোমার নাম
নদীর জলের মত
বহে চলে সাগরের দিকে ॥ ★